গরু পাচারে জড়িত বিএসএফ অফিসারদের বরখাস্ত ও বদলি

গরু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তিনজন অফিসারকে বরখাস্ত এবং ১২ জনকে বদলি করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) গত বছর থেকেই দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলে গরু পাচার চক্রের সঙ্গে বিএসএফ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত করছে।

বিবিসি জানায়, অন্তত ৪ বছর আগেই বাহিনীর মহাপরিচালকে এ বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন এক কমান্ড্যান্ট। তারপরও এত বছরে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বাহিনীটির ভেতরেই সেই প্রশ্নও উঠছে।

বিএসএফ’র কয়েকটি সূত্র বলছে, “সর্ষের মধ্যেই ভূত ছিল। যাদের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি রোখা, গরু পাচার চক্রে জড়িত ছিলেন সেই সব সিনিয়র অফিসারদের একাংশও। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম সামনে এসেছে, কিন্তু আরও অনেকেই জড়িত ছিলেন। তারা কেউ বিএসএফ থেকে অন্য বাহিনীতে চলে গেছেন বা তাদের যেতে দেওয়া হয়েছে, কেউ চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।”

বাহিনীর পূর্ব কমান্ডের প্রধান পঙ্কজ কুমার সিং বলেন, “সৎ কর্মীদের থেকে অসৎদের পৃথক করতেই হবে আমাদের। কর্মী-অফিসারদের ওপরে নজরদারি চালানোর জন্য যথেষ্ট কড়া ব্যবস্থা আছে। আজ না হোক একদিন পরে খবর পাবই আমরা যে কোন অফিসার বা জওয়ান কাদের সঙ্গে যোগসাজশে দুর্নীতি করছে। সেই ব্যবস্থার মাধ্যমেই কিন্তু অফিসারদের একাংশের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া গেছে। আবার সিবিআই-ও আমাদের কিছু তথ্য দিয়েছে। যাদের ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাদেরই শাস্তি দেওয়া হয়েছে – বরখাস্ত করা হয়েছে।”

গরু পাচারের সঙ্গে যে বিএসএফ কর্মকর্তাদের একাংশ জড়িত— এ তথ্য জানিয়ে ২০১৬ সালের ৫ জানুয়ারি মহাপরিচালককে চিঠি দেন রাজ কুমার বাসাট্টা নামে এক কমান্ড্যান্ট।

তিনি লেখেন, দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের হেডকোয়ার্টার্স থেকে শীর্ষ কর্মকর্তাদের নির্দেশ আসত যে, কোম্পানি কমান্ডার এবং পোস্ট

কমান্ডারেরা যেন পাচারকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এ রকম নির্দিষ্ট অভিযোগ আসা সত্ত্বেও কেন তখন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? বাহিনীর ভেতরেই তো নজরদারি বিভাগ আছে, সিনিয়র অফিসারেরা আছেন। তারা কেন চোখ বুজে ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজ কুমার সিং বলছিলেন, “এ বিষয়টা আমার জানা নেই, কারণ আমি বাহিনীতে যোগ দিয়েছি ২০২০ সালে। মহাপরিচালক যদি ২০১৬ সালে বিষয়টা জেনে থাকেন, নিশ্চয়ই তিনি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, যেটা আমি জানি না।”

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে কাজ করে, এমন একটি মানবাধিকার সংস্থা মাসুমের প্রধান কিরিটি রায় বলছিলেন, তাদের কাছেও অনেক তথ্য প্রমাণ আছে যে বিএসএফ’র সহায়তা নিয়েই গরু-মানুষ-নিষিদ্ধ ড্রাগ পাচার হয় সীমান্ত দিয়ে।

তিনি বলেন, “অজস্র প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, যা থেকে স্পষ্ট, যে বিএসএফ’র একাংশের মদদ ছাড়া সীমান্তে কোনও কিছু পাচার হওয়া সম্ভব নয়। গোটা বাহিনীকে দোষ দেব না, কিন্তু এক শ্রেণির জওয়ান এবং অফিসার পাচার চক্রের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই যুক্ত।”

এদিকে বিএসএফ অভ্যন্তরে এই প্রশ্নও উঠছে, যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বা যাদের সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বিএসএফ ক্যাডার অফিসার। কিন্তু শীর্ষ পদগুলোতে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস বা আইপিএস অফিসাররা তো ছিলেন- তাদের ভূমিকা কেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে না?

সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পুরো মিয়ানমার

মিয়ানমার এখন সেনা সরকারের পুরো কবজায়। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনেই ক্ষমতাচ্যুত অং সান সু চির সরকারের অধিকাংশ সদস্যকে বরখাস্ত করে নতুন লোক নিয়োগ করেছে। দুই দিন

সদস্যের বরাত দিয়ে মিয়ানমার টাইমস জানায়, মান্দালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এখন গৃহবন্দী আছেন এবং সাগাইংয়ের মুখ্যমন্ত্রী ইউ মিন্ট নাইংকে হুলতাউ চত্বরে রাখা হয়েছে। মান্দালয়ের আঞ্চলিক সরকার ও মান্দালয় সিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির কার্যালয় এখন সেনাবাহিনী ও পুলিশের কয়েকটি ব্যাটালিয়নের নিয়ন্ত্রণে।

এ ছাড়া, মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের আবাসিক ভবনের নিয়ন্ত্রণও এখন তাদের হাতে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের পার্লামেন্টের শত শত আইনপ্রণেতাকে দেশটির রাজধানী নেপিদোতে ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবিরে’ রেখেছে সেনা শাসকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক আইনপ্রণেতা বলেছেন, তাদেরকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই কম্পাউন্ডটি ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবির’। তিনি আরও বলেছেন, আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমাদেরকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পার্লামেন্টের প্রায় ৪০০ সদস্যের সঙ্গে তিনি নেপিদোতে একটি সরকারি হাউজিং কমপ্লেক্সে রয়েছেন। সেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা টেলিফোনে নিজেদের এলাকায় কথা বলেছেন উল্লেখ করে তিনি আরও জানিয়েছেন, তবে কাউকে কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেছেন, কমপ্লেক্সের ভিতরে পুলিশ ও বাইরে সেনা সদস্যরা টহল দিচ্ছে। অং সান সু চির ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) ও অন্যান্য ছোট ছোট দলের নেতারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গত রাতটি নির্ঘুম কাটিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এনএলডির এক আইনপ্রণেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘শুনেছি, তাদেরকে (সু চি ও মিন্ট) নেপিদোতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে আমাদের জানানো হয়েছে। তারপরও আমরা তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা বাসায় রয়েছেন এর ছবি যদি দেখানো হতো তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম।’

এক দিন পর খুলে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ব্যাংক: মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের এক দিন পর দেশটির ব্যাংকগুলো খুলেছে। তবে এখনো বন্ধ রয়েছে শেয়ারবাজারের কার্যক্রম। সোমবার নেটওয়ার্ক দুর্বল জানিয়ে আর্থিক সেবা বন্ধ করে দেয় মিয়ানমার ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন। পরে তারা একটি বিবৃতিতে জানায়, মঙ্গলবার ব্যাংক খোলা। অং সান সু চিকে আটকের পর থেকে দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ব্যাংক, পুঁজিবাজারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দেশব্যাপী

দোকানপাটও নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সব কিছুর কারণ হিসেবে নেটওয়ার্ক ত্রুটির কথা বলা হয়। তবে এখনো শেয়ারবাজারের কার্যক্রম বন্ধ আছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বসছে নিরাপত্তা পরিষদ: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের ফলে দেশটিতে এখনো থাকা ৬ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানের দুর্দশা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে জাতিসংঘ। মিয়ানমারের অভ্যুত্থান নিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগের দিন জাতিসংঘের মুখপাত্র মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ উদ্বেগ জানালেন। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রাখাইনে আছে, যাদের মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার বিভিন্ন শিবিরে আটকা।

তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছে না; স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। আমাদের ভয় হচ্ছে, এ ঘটনা (অভ্যুত্থান) তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিতে পারে। মঙ্গলবার মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে রুদ্ধদ্বার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কূটনীতিকরা। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত বারবারা উডওয়াড বলেছেন, আমরা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি হুমকি নিয়ে কথা বলতে চাই; এ বিষয়ে অবশ্যই মিয়ানমারের এশিয়া ও আসিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

২০১৭ সালে রাখাইনে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে চীন সেসব আটকে দেয়। সোমবার জাতিসংঘের চীন দূতাবাস জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের ব্রিফিংয়ে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে বলে তারা আশা করছে। জাতিসংঘে চীন মিশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা আরও আশা করছি যে, পরিষদ এমন পদক্ষেপই নেবে যা মিয়ানমারের পরিস্থিতিকে আরও জটিল না করে সেখানকার স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক হবে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের পর দেশটিতে আগামী এক বছরের জন্য জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

এই ঘটনায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত লাখ লাখ রোহিঙ্গা

মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মতে, সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। তাদের দুর্দশা আরও অনেকাংশে বেড়ে যাবে। সূত্র: দ্য স্ট্রেইটস টাইমস।

এ বিষয়ে জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফানে দুযারিক বলেছেন, ‘মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় আছেন। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় তাদের সুযোগ খুবই সীমিত। আমরা শঙ্কা করছি, দেশটির নতুন এই সেনা অভ্যুত্থান সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটাবে।

মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। আজ মঙ্গলবারই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

পাহাড়ি দেশটিতে সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনাকে গণতন্ত্রের ওপর ‘ভীষণ আঘাত’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

জাতিসংঘে ব্রিটেনের দূত বারবারা উডওয়ার্ড সাফ জানিয়েছেন, গত নভেম্বর মাসে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলকে বৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে। নেত্রী সু চি’র দ্রুত মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে লন্ডন।

জাতিসংঘের প্রতিনিধি স্টেফানি দুজারিক জানিয়েছেন, ফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদাওয়ে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এই

অভ্যুত্থানের ফলে রাখাইন প্রদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, সোমবার মিয়ানমারের শাসকদল ‘ন্যাশনাল লিগ অব ডেমোক্র্যাটিক পার্ট (এনএলডি)-এর মুখপাত্র মায়ও নায়ান্ট জানান, আচমকা কাউন্সিলর সু চি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট ও অন্য নেতাদের আটক করে সেনাবাহিনী।

প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে বিরোধীদের পরাজিত করে ক্ষমতায় ফেরে আং সান সু চি’র দল এনএলডি। মিয়ানমার সংসদের নিন্মকক্ষের ৪২৫টি আসনের মধ্যে ৩৪৬টিতে জয়ী হয় তারা। কিন্তু, রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে বিগত দিনে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সু চি সরকারের। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও করেছে জান্তা (বার্মিজ সেনাবাহিনী)।

বলে রাখা ভাল, ২০০৮ সালে সামরিক নজরদারিতে যে সংবিধান তৈরি হয়েছে, সেখানে পার্লামেন্টে কোনও বড় আইন রুখে দেওয়ার মতো আসন সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোও সেনাবাহিনীর হাত রয়েছে। ফলে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পর দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি। এরমধ্যে আবারও সামরিক শাসনের কবলে পড়ল মিয়ানমার। সূত্র: ডয়েচে ভেলে, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রে

উত্তপ্ত মিয়ানমার: নিষেধাজ্ঞার হুমকি বাইডেনের

মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি নেত্রী অং সান সু চি এবং রাষ্ট্রপতি উইন মিনতকে আটক করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। আগামী এক বছরের জন্য দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। এদিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, নাইপিডোতে টেলিফোন এবং ইন্টারনেট লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

মিয়ানমারের ওপর এবার নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মিয়ানমারে সামরিক সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনায় বাইডেন এই হুমকি দিলেন।

মঙ্গলবারের বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করবে বলে উল্লেখ করেছেন বাইডেন।
এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেছেন, জনগণের ইচ্ছার ওপর কখনো শক্তি প্রয়োগ করা বা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ফলাফল নিশ্চিহ্ন চেষ্টাও করা উচিত নয়।

সেনাবাহিনীর হাতে সু চিসহ মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট আটক

মিয়ানমার ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এছাড়াও দেশের প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়েছে। সোমবার সকালে (০১ ফেব্রুয়ারি) তাদের আটক করা হয় বলে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, এই ঘটনা এমন সময় ঘটছে যখন মিয়ানমারে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত বছর নভেম্বরের নির্বাচনে অং সান সুচির এনএলডি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সেনাবাহিনী নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তোলে। সোমবার নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম বৈঠক হবার কথা, কিন্তু সেনাবাহিনী অধিবেশন স্থগিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

এনএলডির মুখপাত্র মিও নিয়ুন্ট ফোনে রয়টার্সকে বলেন, ‘সু চি ও প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ অন্য নেতাদের খুব সকালে ‘‘তুলে নিয়ে’’ যাওয়া হয়।’

তিনি বলেন, আমি দলের নেতাকর্মীদের বলবো আপনারা খুব তাড়াতাড়ি এর

প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আমি চাই আপনারা আইন মেনে চলুন।’ নিজে আটকের বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন এই নেতা। এরপর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলে তাদের কোনো মুখপাত্র ফোন ধরেননি। এদিকে, সকালে মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে কোনো ফোন সংযোগ পাওয়া যায়নি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘দেশের প্রধান শহর ইয়াংগুনের সিটি হলের সামনে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।’

এনএলডির এক আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘সু চি ও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হান থার মিন্ট রয়েছেন।’

উত্তপ্ত রাশিয়া, নাভালনির স্ত্রী গ্রেফতার

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টোর সমালোচক বিরোধী দলীয় নেতা আলেক্সি নাভালনির স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার অননুমোদিত বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগে ইউলিয়া নাভালনিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।

সিএনএ জানিয়েছে, সারাদেশ থেকে পাঁচ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ দাবি করেছে, করোনার কারণে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে এই বিক্ষোভ বেআইনি। সমাবেশের মাধ্যমে করোনার বিস্তার ঘটতে পারে।

গত সপ্তাহেও নাভালনির মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছিল। ওই সময় চার হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান: ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি আমেরিকার

মিয়ানমারে নির্বাচিত সরকারকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরিয়ে আগামী এক বছরের ক্ষমতা নিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। পাশাপাশি অং সান সু চি ও প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী।

এ ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন বা গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার যেকোনো প্রচেষ্টা আমেরিকা প্রত্যাখ্যান করছে। যদি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব।’

আর অস্ট্রেলিয়াও এই সেনা অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়েছে। দেশটি বলেছে, তারা এই গ্রেফতারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যারিস পেইন বলেছেন, ‘আমরা সেনাবাহিনীকে আইনের শাসন মেনে চলতে আহ্বান জানায়। যেসব রাজনৈতিক নেতাকে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে, আমরা তাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি।’

এর আগে দেশটির সেনা নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেল মিয়াওয়াদ্দি নিউজ জানায়, প্রতিরক্ষা বিভাগের কমান্ডার ইন চিফ মিন অং হ্লাইং জরুরি অবস্থাকালে মিয়ানমারের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা রক্ষা করা চাই

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের কোনো সদস্য বা প্রশ্রয়দাতাকে গ্রেফতার করে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে আমস্টারডমের (নেদারল্যান্ডস) গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ (ইফসাস)। জঙ্গিবাদী সংগঠন আল-কায়েদা, আইএস ও লস্কর-ই-তৈয়বা দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপে যে কার্যপ্রণালি মেনে চলছে তার ওপর ২৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট চলতি জানুয়ারিতে প্রকাশ করেছে ইফসাস। রিপোর্টের শিরোনাম: ‘আল-কায়েদা, আইএস অ্যান্ড লস্কর-ই তৈয়বা: মোডাস অপারেন্ডি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপ’।

রিপোর্টে সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রচার ও প্রসার রুখতে বেশকিছু করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, সন্ত্রাস মামলায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলো আন্তর্জাতিক নাগরিক ও মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মামলায় ধৃত ব্যক্তিকে কৌঁসুলি রাখার সুযোগ দিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাকে দিতে হবে দোভাষী এবং নিষ্কলুষ বিচারের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে। নইলে অভিযোগের রাজনৈতিক বৈধতা হারিয়ে যাবে।

ইফসাসের রিপোর্টে লস্কর-ই-তৈয়বা (শুভকর সেনা) জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানি হাফিজ সাইদ একসময় বলতেন, ‘লস্করের লক্ষ্য হচ্ছে ওয়াশিংটন, তেলআবিব ও নয়াদিল্লিতে ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানো।’ আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের সময় এলইটি (লস্কর-ই-তৈয়বা) আফগান মুজাহিদিনের সহায়ক গ্রুপ হিসেবে সক্রিয় ছিল। পরে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং সে দেশের সামরিক সংস্থাপনার মদদে পুষ্ট হয়ে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে। এলইটির জঙ্গিরা ১৯৯৬ সালে কাশ্মীরে ১৬ জন হিন্দু হত্যা করে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর কাড়ে।

ভারতের মুম্বাই, নয়াদিল্লি, নাগপুর, বেনারস শহরে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলায় একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করে

তাক লাগিয়ে দেয়। আইএসের সঙ্গে সংযোগ থাকায় তারা সহজেই মারাত্মক সব অস্ত্র পেয়ে যায় বলে ইফসাস রিপোর্টে জানা যায়। আইএসের জঙ্গিরা নিষ্ঠুর পন্থায় তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখল এবং অপহরণ ও মুক্তি বাণিজ্য করে তারা নিয়মিত বাহিনীর মতো শক্তিধর হয়েছিল। তখন তাদের কৌশল ছিল ‘আঁকড়ে থাকো আর দখলদারি প্রসারিত কর।’

মার খেতে খেতে পিছু হটতে এখন তাদের কৌশল ‘টিকে থাকো আর কাজ কর।’ ধারণা করা হচ্ছে, শক্তির ধার কমে যাওয়ায় আইএস কৌশল পাল্টিয়ে গতানুগতিক সন্ত্রাসবাদের পথ ধরবে। এটা করলে প্রচুর জনবল ও অর্থায়নের দরকার হবে না। আইএসের মতো আল-কায়েদাও হীনবল হয়ে উঠেছে মনে করা হয়। ১৯৮৮ সালে ওসামা বিন লাদেন এ সংগঠন গড়ে তোলেন। আল-কায়েদা সারা বিশ্বকে চমকে দেওয়া ৯/১১-এর ভয়াবহ বিমান হামলা চালায়। ২০১১ সালে লাদেন মারা গেলে তারা সন্ত্রাস দমন অভিযানের ‘বিপদ’ এড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে।

ইফসাস রিপোর্ট বলছে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনগ্রসর ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট জঙ্গি গ্রুপ তিনটির সক্রিয় সদস্যরা তাদের কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। রিপোর্টে বলা হয়, এরা মাঝেমধ্যে নিজেরা আদর্শিক কলহে লিপ্ত হয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানলে আবার তারা সংঘবদ্ধ হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ রুখতে আইন তৈরি ও প্রয়োগের সময় সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, আইনের অপপ্রয়োগের কারণে সন্ত্রাস নির্মূলের কাজ মন্থর হয়েছে। সন্ত্রাসীকে টার্গেট করবে আইন, শুধু সন্ত্রাসীকেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর

ডেভিস শহরে এভাবেই ভেঙে ফেলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ডেভিস শহরে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এই

ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত।

শনিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস শহরের সেন্ট্রাল পার্কে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ভারত। ২০১৬ সালে ওই ভাস্কর্য ডেভিস শহরকে উপহার দিয়েছিল ভারত সরকার।’

পাশাপাশি, বিষয়টি মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের গোচরে এনে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস।

এ ঘটনায় আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শোক প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দোষীদের বিরুদ্ধে যত দ্রুত সম্ভব আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ফের রাজনীতিতে সক্রিয় ট্রাম্প!

সিনেটে রিপাবলিকান সংখ্যালঘু নেতা কেভিন ম্যাককার্থির সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার সপ্তাহ পার হতেই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান শিবিরের রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে ট্রাম্প-ম্যাককার্থির মধ্যে বৈঠকটি হয় ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের মার-এ-লাগো রিসোর্টে। ট্রাম্পের সহযোগিতা ছাড়া রিপাবলিকান দলের কোনো বিকল্প নেই। তাই ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সাহায্য চান ম্যাককার্থি। ট্রাম্পও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি একটি রাজনৈতিক দল করতে পারেন বলে ঘনিষ্ঠজনেরা প্রচার করছেন। আবার নিজস্ব রক্ষণশীল প্ল্যাটফর্ম গঠনের প্রচারণাও আছে। ফলে রিপাবলিকান নেতৃত্ব ট্রাম্পকে ক্ষেপাতে ইচ্ছুক নন।

বর্তমানে সিনেটে ট্রাম্পের অভিশংসনের বিচার প্রক্রিয়াধীন।

ট্রাম্প এই বিচার মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাশাপাশি রিপাবলিকানদের পক্ষে কাজ করে যাবেন।

কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, প্রতিনিধি পরিষদে মাত্র ১০ জন ও সিনেটে পাঁচজন রিপাবলিকান সদস্য ছাড়া দলের আইনপ্রণেতাদের কেউই ট্রাম্পবিরোধী নন। ক্ষমতার শেষ দিকের ৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে এই সমর্থন ৮১ শতাংশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পের সমর্থনও বেড়েছে।

নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টায় যেসব রিপাবলিকান ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন ও বাকি রিপাবলিকানদের পক্ষে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে ।

সূত্র : এএফপি